উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১১ চৈত্র ১৪২৬ বুধবার ৪.০০ টাকা 25 March 2020 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

JAL + SLG

একবছর পিছিয়ে গেল টোকিও অলিম্পিক

এগারোর পাতায়

সংবাদপত্র থেকে বিপদের আশঙ্কা নেই

আটের পাতায়

ঘরবন্দি ভারত

২৫ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল

না মানলে ২১ বছর পিছিয়ে যেতে হবে, সতর্ক করলেন মোদি

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : করোনা থেকে বাঁচতে শেষমেশ দেশজুড়ে সম্পূর্ণ লকডাউনের পথে হাঁটল কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে সম্পূর্ণ লকডাউন জারির কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি বলেন, 'যে দ্রুততার সঙ্গে এই ভাইরাস সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, তা ঠেকাতে লকডাউন ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই। এই লকডাউন মানে কমপ্লিট লকডাউন। কেউ ঘর থেকে বেরোবেন না। ঘরের বাইরে তালা দিয়ে রাখুন। এই লকডাউন এক প্রকার কার্ফিউই। যেটা জনতা কার্ফিউর থেকে আরও বেশি কঠোর। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ভারতকে বাঁচাতে এই পদক্ষেপ আবশ্যিক ছিল।' প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কারও কারও মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার ব্যাপারটা শুধু অসুস্থদের জন্য। কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি মিথ্যে। মোদি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকলের জন্য এই গৃহবন্দি থাকা জরুরি।' কার্যত দেশের মধ্যে এখন কারও যাতায়াতেও পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারির কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ' যে যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন। এই ২১ দিন করোনা সংক্রমণের চক্র ভাঙতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে ভারত ২১ বছর পিছনে চলে যাবে।' দেশবাসীর উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই ২১ দিন বাড়ির বাইরে বেরোনোর কথা ভুলে যান। ঘরের বাইরে লক্ষ্মণরেখা টেনে দিন। ওই রেখা অতিক্রম করে আপনি এককদম বাড়ালে এই অতি-মহামারি আপনার ঘরে চলে আসবে।' দেশজুড়ে যে সম্পূর্ণ লকডাউনের মতো কঠোর কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করতে চলেছেন, তার আঁচ আগেই মিলেছিল। গত রবিবার সারা দেশে ১৪ ঘণ্টা জনতা কার্ফিউ সর্বাত্মক হওয়ার পর একে একে ভারতের ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হয় লকডাউন, নয়তো ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, কিছু মানুষ এই নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে এবং করোনার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছেন, কোনও কারণ ছাড়াই জটলা করছেন, ভিড় বাড়াচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার তীক্ষ্ণ সমালোচনা ধরা পড়েছে। তিনি বলেন, 'বিশ্বের যে সমস্ত দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছে, সেখানে মানুষকে ঘরবন্দি রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ডের মতো উন্নত দেশগুলির অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিসেবা থাকলেও বিপর্যয় ঘটেছে। তাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে মানুষকে। কিছু লোকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার মাশুল গুনতে হচ্ছে দেশকে।' গত সাতদিনের ভিতর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার করোনা মোকাবিলায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের

পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এক নির্দেশিকায় জানিয়ে দেওয়া হয়, কোন কোন পরিষেবা লকডাউনের আওতায় থাকবে এবং কোনগুলি থাকবে না। র‍্যাশন দোকান, মুদিখানা, সবজি, ফল, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, মাংস, মাছ, পশুখাদ্যের দোকান লকডাউনের আওতার বাইরে থাকছে। ব্যাংক, বিমা, এটিএম, সংবাদমাধ্যম, টেলি কমিউনিকেশন, ইন্টারনেট পরিষেবা, কেবল পরিষেবা, ওষুধের দোকান, পেট্রোলপাম্প, গ্যাসের দোকান খোলা থাকবে। কিন্তু সরকারি, বেসরকারি অফিস পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। সেনা, আধাসেনা, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, ডাকঘর, পুলিশ, দমকল, বিদ্যুৎ, পানীয় জল ইত্যাদি খোলা থাকবে। রেল, বিমান এবং সড়ক যোগাযোগ বন্ধ থাকছে। শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহণের গাড়িগুলিকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে, ধর্মীয় স্থানগুলি জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। এই ২১ দিন কোনও রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জমায়েত করা যাবে না। কেউ যদি সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করে বলেছেন, চিকিৎসকদের পরামর্শ ছাড়া কেউ যেন অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষার পথ না খোঁজেন। নরেন্দ্র মোদির এই সতর্কবার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে তাঁর দলের এবং মন্ত্রীসভার কিছু সদস্য যেভাবে বিভিন্ন সময় গোমূত্র বা গোবর সেবা থেকে শুরু করে নানারকম টোটকার নিদান দিয়েছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাতে পরিষ্কার যে, তিনি ওই ধরনের কোনও পন্থায় বিশ্বাস না রাখার জন্য দেশবাসীকে পরামর্শ দিলেন। ইতিমধ্যে নজিরবিহীনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ট্রেন, বাস, বিমান পরিষেবা। বেশিরভাগ রাস্তাঘাট শুনসান। ব্যস্ততাও উধাও। নকশাল আন্দোলনের ৫০ বছর পর এখন চিনের পথেই করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ভারতকে চলতে হচ্ছে। কোভিড-১৯'কে রুখতে যে এছাড়া আর কোনও উপায়ও খুঁজে পাচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র আশা, ভারত যেভাবে পোলিও এবং স্মল পক্স রুখে দিয়েছে, ঠিক সেভাবেই করোনা ভাইরাসকেও সমূলে উপড়ে ফেলতে পথ দেখাবে তৃতীয় বিশ্বের এই দেশটি। ইতিমধ্যেই ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে। মৃত্যুও হচ্ছে।

এরপর আটের পাতায়

আবেদন

কয়েকদিন আগে জনতা কার্ফিউ শেষ হওয়ার পর অনেকে রাস্তায় নেমে এমন আচরণ করছিলেন যেন উৎসবে শামিল হয়েছেন। অনেকে স্লোগান দিয়েছেন, 'আসছে বছর আবার হবে।' রাজ্যে লকডাউন কার্যকর হওয়ার পর বাইকবাহিনীর তৎপরতা দেখা গিয়েছে। চায়ের দোকানের জমায়েত তো যেন স্বাভাবিক ঘটনা।

আমরা বলছি, যাঁরা এমন কাণ্ড করে ফেলেছেন তাঁরা একটু লজ্জিত হন এবং ভুলে যান। যদি আপনি জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত না থাকেন, তাহলে সরকারের কথা মেনে আগামী তিন সপ্তাহের জন্য নিজেকে ঘরবন্দি করে ফেলুন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সব থেকে বড় অস্ত্র হল সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। অতএব পাড়ার মোড়ে, চায়ের দোকানে জটলা করবেন না। প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা করতেও বাড়ি থেকে বেরোবেন না। মন্দির-মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস থাকলে আগামী তিন সপ্তাহ তা বন্ধ রাখাই ভালো। পারিবারিক অনুষ্ঠান ঠিক করা থাকলে তা স্থগিত রাখুন। আত্মীয়দেরও একই কাজ করতে বারণ করুন। অর্থাৎ, নিজে ভিড় বা জমায়েত বয়কট করুন এবং অন্যদেরও বয়কট করতে বলুন। এমন নিয়ম মেনে চলতে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু দেশের কথা, নিজের কথা এবং পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভেবে ওইটুকু কষ্ট সয়ে নেওয়া যায়। আমরা আপনার পাশে আছি। সরকার আপনার পাশে আছে। শারীরিক অসুবিধা হলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভুলবেন না।

-সম্পাদক

রায় ও মার্টিন
প্রশ্ন বিচিত্রা
Class 1 to 12
Question Bank
Class 5 to 12 English

ছাড়

র‍্যাশন দোকান
খাদ্যদ্রব্য ও মুদির দোকান
ফল ও সবজির দোকান
ডেয়ারি ও দুধের ডিপো
মাছ-মাংসের দোকান
পশুখাদ্যের দোকান
(জেলা প্রশাসন এসব ক্ষেত্রে হোম ডেলিভারিকে উৎসাহিত করতে পারে)
ওষুধের দোকান
ব্যাংক, বিমা অফিস ও এটিএম
প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া
টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট পরিষেবা, ব্রডকাস্টিং ও কেবল পরিষেবা, তথ্যপ্রযুক্তি
ই-কমার্সের মাধ্যমে খাবার, ওষুধ, মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সরবরাহ
পেট্রোল পাম্প, রান্নার গ্যাস
বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন এবং জল সরবরাহ ও নিকাশি
হিমঘর ও ওয়্যারহাউস
প্রাইভেট সিকিউরিটি

শবদাহের ক্ষেত্রে ২০ জনের বেশি লোককে জমায়েতের অনুমতি দেওয়া হবে না

কলকাতার এম আর বাঙুর হাসপাতালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি ঃ কৌশিক দত্ত

দিনমজুরদের মাসে ১০০০ টাকা ভাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : করোনা সংক্রমণ ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। সে কারণে লকডাউনের মেয়াদ আরও চারদিন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গোটা রাজ্যকেই লকডাউনের আওতায় নিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম দিনের লকডাউন চলাকালীন মঙ্গলবার বিকেলে নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ঘোষণা করেন, এদিন বিকেল থেকে গোটা রাজ্যে লকডাউন বলবৎ হবে। এর ফলে পঞ্চায়েত এলাকা, চা বাগান, বনবস্তি এবং সমস্ত শহরাঞ্চল লকডাউনের আওতায় এল। সোমবার তিনি ঘোষণা করেছিলেন, লকডাউন চলবে ২৭ মার্চ অবধি। ২৪ ঘণ্টা পর তিনি জানিয়ে দিলেন, ৩১ মার্চের মাঝ রাত পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হল। তখনও পর্যন্ত অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার কথা জানা ছিল না।

বিনামূল্যে র‍্যাশন

পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠার কারণেই যে এই সিদ্ধান্ত, তা এদিন স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজেই বলেন, 'পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা এই ঘোষণা করছি।' সংক্রমণ যে হারে বাড়ছে, তাতেও উদ্বেগ গোপন করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কেস স্টাডিতে দেখা গিয়েছে, প্রথম ১ লক্ষ মানুষের মধ্যে করোনা ছড়াতে ৬৭ দিন সময় লেগেছিল। পরের ১ লক্ষ জন সংক্রামিত হয়েছিলেন ১১ দিনে। তার পরের ১ লক্ষ আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪ দিনে।' আপাতত ৩১ মার্চ পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হলেও এরপরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে, এমন কোনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। বরং পরিস্থিতি আরও দীর্ঘদিন এরকম চলার আভাসই রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন সিদ্ধান্তে।

দিনমজুরদের জন্য মাসে ১ হাজার টাকা ভাতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত ওই অনিশ্চয়তার আভাস বলেই মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাঁদের অন্য কোনও আয় নেই, সহায় সম্বল নেই, তাঁদের জন্য 'প্রচেষ্টা' প্রকল্পে এই ভাতা দেওয়া হবে। এজন্য আগামী ১৫ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। এই ধরনের ভাতার জন্য সোমবারই সর্বদল বৈঠকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন রাজনৈতিক নেতারা। পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সেই প্রস্তাব মেনে নিল বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি নয়, ওই ঘোষণার সাংবাদিক বৈঠকের পরই মুখ্যমন্ত্রী নিজে কলকাতা শহরের চিকিৎসা পরিকাঠামো দেখতে বেরিয়ে পড়েন আচমকা।

এরপর আটের পাতায়

নার্সিংহোমে আইসোলেশন ওয়ার্ড

স্বাস্থ্য দপ্তরের চিঠি

জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ : করোনা ভাইরাস নিয়ে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সামাল দিতে জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ১৯টি নার্সিংহোমে আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরির জন্য চিঠি দিল। পাশাপাশি, রানিনগরে কোয়ারান্টিন সেন্টারটি চালু করে দেওয়া হয়েছে। নাগরাকাটায় আরেকটি কোয়ারান্টিন সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হলেও অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। রোগীর জ্বর-সর্দি-কাশি থাকলে অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা বেঁকে বসছেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ৭৩ মোড় এলাকায় এমনই এক রোগীকে আনতে গিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স চালক ফিরে যান বলে অভিযোগ উঠেছে। সমস্যা মোকাবিলায় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর আপাতত সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স চালানোর ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে, ভিনরাজ্য থেকে অনেকেই বাড়ি ফিরেছেন। তাঁরা হোম কোয়ারান্টিনে না থাকলে, জোর করে তাঁদের সরকারি কোয়ারান্টিন সেন্টারে রাখা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দেশে করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। তাই এই রাজ্যেও আইসোলেশন ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানোর দিকে স্বাস্থ্য দপ্তর নজর দিয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি জেলা শহরগুলিতেও এই ব্যাপারে নজর দেওয়া হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলায় করোনা মোকাবিলায় সরকারি হাসপাতালগুলির পাশাপাশি বেসরকারি পরিকাঠামোকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। এজন্য জেলার নার্সিংহোমগুলিকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। নার্সিংহোমে আইসোলেশন তৈরির বিষয়ে জলপাইগুড়ি শহরের একটি নার্সিংহোমের তরফে চিকিৎসক সুমন্ত্র মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নার্সিংহোমের পরিকাঠামোর বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরকে সব কিছু জানানো হয়েছে। এরপর দপ্তর যেভাবে বলবে, আমরা সেভাবেই কাজ করব।' জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'অ্যাম্বুল্যান্স সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য জলপাইগুড়িতে একটি সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' কিন্তু একটি অ্যাম্বুল্যান্স দিয়ে কীভাবে এতগুলি ব্লকের রোগীদের সামাল দেওয়া হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জলপাইগুড়ি অ্যাম্বুল্যান্স চালক ইউনিয়ন-এর সম্পাদক দিলীপ দাস বলেন, 'আমাদের মধ্যেও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ভয় রয়েছে। যেসব অ্যাম্বুল্যান্স চালকেরা পরিষেবা দেবেন তাঁদের মাস্ক সহ অন্যান্য সরঞ্জাম দেওয়া হয়নি। আমরা তাহলে কীভাবে পরিষেবা দেব?' ইতিমধ্যে চারজন চালক পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে তিনি জানান।

এরপর আটের পাতায়

পিটিয়ে রাস্তা থেকে ঘরে ঢোকাল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : জেলা প্রশাসনের তরফে মাইকিং, পুলিশ পেট্রোলিংয়ের পরেও কিছু মানুষ যেন ঠিক করে নিয়েছেন তাঁরা সরকারের নির্দেশ মানবেন না। তাই সোমবার বিকেলে পুর এলাকাগুলিতে সম্পূর্ণ সুরক্ষাবিধি ঘোষণার পরেও মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি শহরের পরিস্থিতি দেখতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন অনেকে। অথচ লকডাউনের বিষয়টি বুঝতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেইজন্য পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মাইকিংও করা হয়েছিল সোমবার সকাল থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিলিগুড়িতে সোমবার অনেক রাত পর্যন্ত মিষ্টির দোকান, গ্যারাজ, জামাকাপড়ের দোকান খোলা ছিল। মঙ্গলবার সকালেও প্রচুর দোকানপাট খোলা থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এদিন সকাল থেকে যেভাবে শহরের রাস্তায় টোটো চলাচল করতে দেখা যায়, তাতে হতবাক অনেকেই। পরিস্থিতি সামলাতে এদিন পুলিশকে শুধু কড়া ধমক নয়, লাঠির বাড়িও দিতে হয়েছে।

শিলিগুড়ির জলপাই মোড়, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকা, হাসমিচক, এয়ারভিউ মোড় সহ একাধিক এলাকায় পুলিশ মোতায়েন ছিল। অকারণে কেউ রাস্তায় বেরোলেই লাঠিপেটা করে বাড়িতে পাঠানো হয়। এদিকে সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন পাড়ায় ক্রিকেট খেলা চলে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় জুয়ার আসর বসে। বাড়ির বাইরে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন আট থেকে আশি। তাঁদের ঘরে ঢোকাতে লাঠি হাতে শহরের রাস্তায়, অলিগলিতে ঘুরে বেরিয়েছে পুলিশ। ফুলেশ্বরী কালীমন্দির রোডে মন্দিরের পিছনে জুয়ার আসর বসে। ক্যামেরা দেখে এলাকা থেকে পালিয়ে যান অভিযুক্তরা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা ফিরে আসেন। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তদের লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে বাড়ি ফেরায়। শিলিগুড়ির এক পুলিশ কর্তা বলেন, 'মঙ্গলবার রাত বারোটা থেকে দেশজুড়ে ২১ দিনের লকডাউন। অকারণে রাস্তায় বেরোলেই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব এদিন বলেন, 'কেউ যেন প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হন। প্রশাসন-পুলিশ কাজ করছে। এরপর যদি কেউ না মানেন পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।' মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'সোমবার বিকেল থেকে যা শুরু হয়েছে যেন হোলি বা পুজোর বিসর্জন চলছে। অনেকে আবার ঢাকঢোল নিয়ে বেরিয়েছিলেন। কড়াভাবে মোকাবিলা করতে হবে। যাঁরা হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তাঁদের অনেকে কারও কথা শুনছেন না। বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাউন্সিলাররা আমাকে বিষয়টি জানাচ্ছেন। মন্ত্রী গৌতম দেবকে বিষয়টি জানিয়েছি।'

করোনা মোকাবিলা ভরসা প্রচারমাধ্যম

নিউজ ব্যুরো

২৪ মার্চ : চিনের গণ্ডি ছাড়িয়ে করোনা তখন ইউরোপে পা রেখেছে। একের পর এক খবর আসছে প্রথম দুনিয়ার দেশগুলো থেকে। তার কোনটা সত্য আর কোনটা ভুয়ো, তা যাচাই করার কোনও রাস্তা নেই। মহামারির চেয়েও আগ্রাসী চেহারায় তা ছড়িয়ে পড়ছে নেট দুনিয়ায়। ১৫ ফেব্রুয়ারি মিউনিখে এক সম্মেলনে হু-এর ডিরেক্টর জেনারেল টিড্রস আদানম ঘিব্রিয়াস বললেন, আমরা শুধু মহামারির বিরুদ্ধে নয়, তথ্যবিকৃতির বিরুদ্ধেও লড়ছি।

হু-এর ডিরেক্টর জেনারেলের সেই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে ভারতেও। মঙ্গলবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক থেকে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের চিঠি পাঠিয়ে বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রের প্রকাশনায় যাতে কোনও ছেদ না পড়ে তা দেখা জরুরি। কারণ তার মাধ্যমে মানুষ সঠিক তথ্য ও সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাচ্ছে, যাতে ঠিক সময় সঠিক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছায় তা সুনিশ্চিত করতে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার কাজকর্ম যাতে ব্যাহত না হয় তা দেখতে হবে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর টুইট করে বলেছেন, 'গুজবে কান দেবেন না। সংবাদপত্র পড়লে করোনায় আক্রান্ত হন না কেউ। খবরের কাগজ পড়ুন বা যে কাজই করুন না কেন তারপর হাত ধোয়াটা খুব জরুরি। সেটাই নিয়ম। মনে রাখবেন সংবাদপত্র থেকেই আমরা সঠিক তথ্য জানতে পারি।' তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ডিরেক্টর গোপাল সাধোয়ানি ওই চিঠিতে বলেছেন, এই সময় জরুরি ভিত্তিতে অবিচ্ছিন্নভাবে সঠিক তথ্য সম্প্রচারের জন্য প্রচারমাধ্যমগুলির পরিকাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

তালিকায় থাকছে

- সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনগুলির মুদ্রণ ও তা বিলি করার পরিকাঠামো
- সমস্ত টিভি চ্যানেল এবং তাদের সহযোগী ডিজিটাল স্যাটেলাইট নিউজ গ্যাদারিং পরিষেবা
- ডিরেক্ট টু হোম এবং হাই অ্যান্ড-ইন-দ্য-স্কাই পরিষেবা
- এফএম এবং কমিউনিটি রেডিও সার্ভিস
- এমএসও এবং কেবল অপারেটর নেটওয়ার্ক
- নিউজ এজেন্সি

প্রচারমাধ্যমের কাজকর্ম যাতে কোনও মতেই ব্যাহত না হয় তার জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বেশ কিছু ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে- প্রচারমাধ্যমের কাজে যুক্ত সমস্ত ইউনিটকে কাজ করার ব্যবস্থা করে দেওয়া। এইসব ইউনিট যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে তারজন্য প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করে দেওয়া। এই পরিষেবায় যুক্ত কর্মীরা যাতে অবাধে যাতায়াত করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। প্রচারমাধ্যমের কর্মীদের নিয়ে যে গাড়িগুলি চলাচল করে সেগুলির জ্বালানি ভরা বা অন্য প্রয়োজনে সাহায্য করা। প্রচারমাধ্যমের অফিসে যাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করা।

উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রেসে সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া।

করোনা প্রতিরোধে প্রচারমাধ্যম যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশিকা থেকেই স্পষ্ট। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল তথ্যে ভরা মনগড়া খবর নয়, করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় অন্যতম হাতিয়ার দায়িত্বশীল প্রচারমাধ্যম। কেন্দ্রীয় সরকার এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে তাই সংবাদপত্র ও প্রচারমাধ্যমকেই ভরসা করছে।